□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

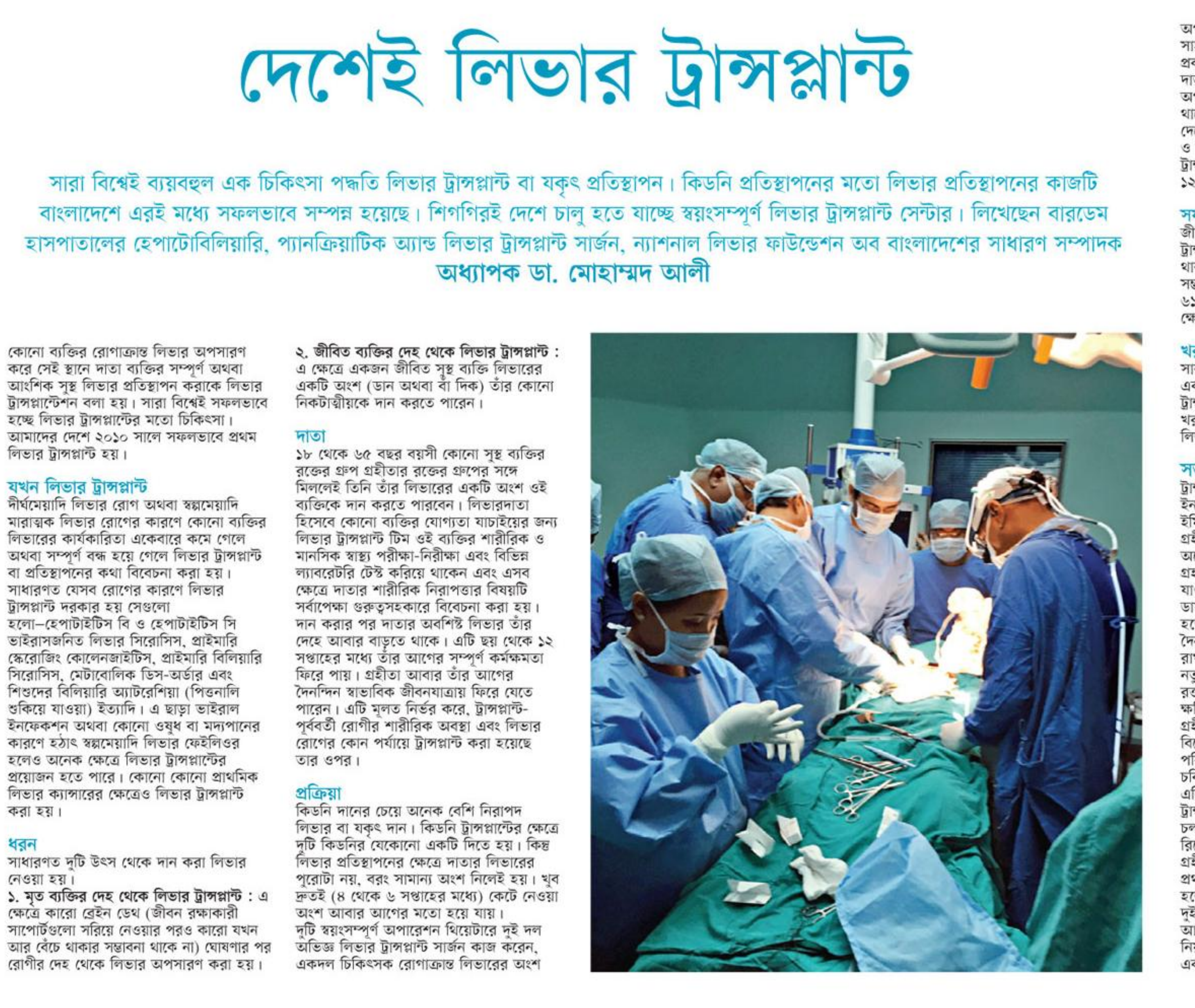

দেশেই লিভার ট্রান্সপ্লান্ট

সারা বিশ্বেই ব্যয়বহুল এক চিকিৎসা পদ্ধতি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বা যকৃৎ প্রতিস্থাপন। কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো লিভার প্রতিস্থাপনের কাজটি বাংলাদেশে এরই মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শিগগিরই দেশে চালু হতে যাচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার। লিখেছেন বারডেম হাসপাতালের হেপাটোবিলিয়ারি, প্যানক্রিয়াটিক অ্যান্ড লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন, ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী

কোনো ব্যক্তির রোগাক্রান্ত লিভার অপসারণ করে সেই স্থানে দাতা ব্যক্তির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সুস্থ লিভার প্রতিস্থাপন করাকে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন বলা হয়। সারা বিশ্বেই সফলভাবে হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের মতো চিকিৎসা। আমাদের দেশে ২০১০ সালে সফলভাবে প্রথম লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয়।

যখন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট

দীর্ঘমেয়াদি লিভার রোগ অথবা স্বল্পমেয়াদি মারাত্মক লিভার রোগের কারণে কোনো ব্যক্তির লিভারের কার্যকারিতা একেবারে কমে গেলে অথবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বা প্রতিস্থাপনের কথা বিবেচনা করা হয়। সাধারণত যেসব রোগের কারণে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট দরকার হয় সেগুলো হলো–হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি ভাইরাসজনিত লিভার সিরোসিস, প্রাইমারি স্কেরোজিং কোলেনজাইটিস, প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস, মেটাবোলিক ডিস-অর্ডার এবং শিশুদের বিলিয়ারি অ্যাটরেশিয়া (পিত্তনালি শুকিয়ে যাওয়া) ইত্যাদি। এ ছাড়া ভাইরাল ইনফেকশন অথবা কোনো ওষুধ বা মদ্যপানের কারণে হঠাৎ স্বল্পমেয়াদি লিভার ফেইলিওর হলেও অনেক ক্ষেত্রে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন হতে পারে। কোনো কোনো প্রাথমিক লিভার ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়।

ধরন

সাধারণত দুটি উৎস থেকে দান করা লিভার নেওয়া হয়।

১. মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট : এ ক্ষেত্রে কারো ব্রেইন ডেথ (জীবন রক্ষাকারী সাপোর্টগুলো সরিয়ে নেওয়ার পরও কারো যখন আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে না) ঘোষণার পর রোগীর দেহ থেকে লিভার অপসারণ করা হয়।

২. জীবিত ব্যক্তির দেহ থেকে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট : এ ক্ষেত্রে একজন জীবিত সুস্থ ব্যক্তি লিভারের একটি অংশ (ডান অথবা বাঁ দিক) তাঁর কোনো নিকটাত্মীয়কে দান করতে পারেন।

দাতা

১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী কোনো সুস্থ ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ গ্রহীতার রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিললেই তিনি তাঁর লিভারের একটি অংশ ওই ব্যক্তিকে দান করতে পারবেন। লিভারদাতা হিসেবে কোনো ব্যক্তির যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য লিভার ট্রান্সপ্লান্ট টিম ওই ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিভিন্ন ল্যাবরেটরি টেস্ট করিয়ে থাকেন এবং এসব ক্ষেত্রে দাতার শারীরিক নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। দান করার পর দাতার অবশিষ্ট লিভার তাঁর দেহে আবার বাড়তে থাকে। এটি ছয় থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যে তাঁর আগের সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। গ্রহীতা আবার তাঁর আগের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারেন। এটি মূলত নির্ভর করে, ট্রান্সপ্লান্ট-পূর্ববর্তী রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং লিভার রোগের কোন পর্যায়ে ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে তার ওপর।

প্রক্রিয়া

কিডনি দানের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ লিভার বা যকৃৎ দান। কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের ক্ষেত্রে দুটি কিডনির যেকোনো একটি দিতে হয়। কিন্তু লিভার প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে দাতার লিভারের পুরোটা নয়, বরং সামান্য অংশ নিলেই হয়। খুব দ্রুতই (৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে) কেটে নেওয়া অংশ আবার আগের মতো হয়ে যায়।

দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেশন থিয়েটারে দুই দল অভিজ্ঞ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন কাজ করেন, একদল চিকিৎসক রোগাক্রান্ত লিভারের অংশ